সোনাপুরের শকুন বন্ধু

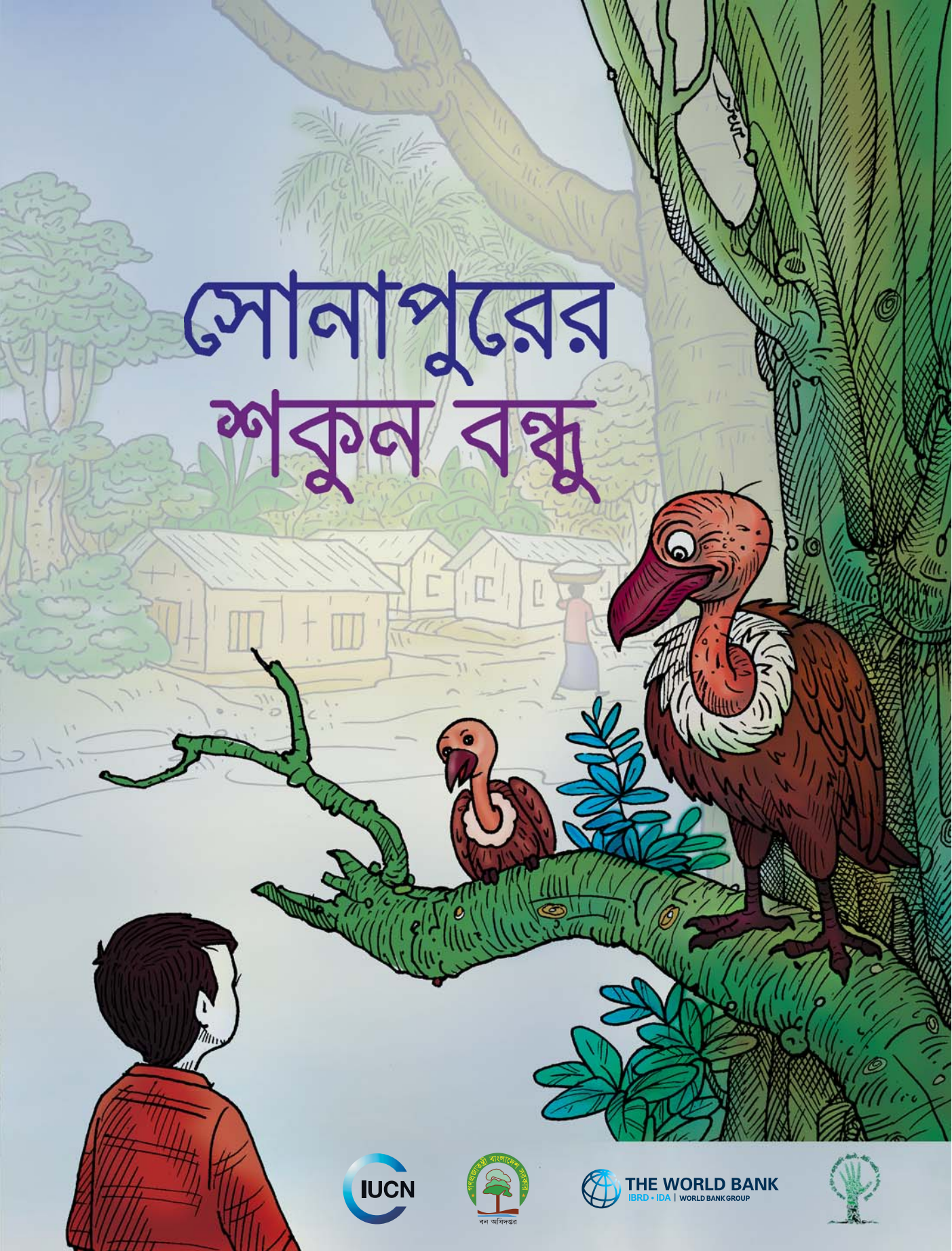

IUCN

বন অধিদপ্তর

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

সোনাপুরের শকুন বন্ধু

আইইউসিএন (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার)
বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস
ডিসেম্বর ২০১৫

রচনা
খাদিজা রওশন
এ জে এম জোবায়দুর রহমান সোয়েব

সম্পাদনা
এ বি এম সারোয়ার আলম
হাসীব মুহাম্মদ ইরফানুল্লাহ্

অংকন ও অঙ্গসজ্জা
মামুন হোসাইন

সহযোগিতা
রিফাতা নাসিম

প্রকাশক
আইইউসিএন বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস

ISBN- 978-984-33-9007-3

মুদ্রণ
প্রগ্রেসিভ প্রিন্টার্স প্রা: লি:

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১৫

যোগাযোগ
আইইউসিএন
বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস
বাড়ি ১৬, রোড ২/৩, বনানী, ঢাকা ১২১৩

আর্থিক সহায়তা
স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন প্রজেক্ট

সোনাপুরের সুমন

ছোট্ট একটি গ্রাম সোনাপুর। গ্রামের একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ময়নাকাটা নদী। পাহাড় থেকে বয়ে আসা নদীর পাড়ের এই সোনাপুর গ্রামে শ'দেড়েক পরিবারের বাস। এই গ্রামে আছে একটি প্রাইমারি আর একটি হাইস্কুল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গড়ে উঠেছে ছোট্ট সবুজ বন। কত যে পাখপাখালির বাস সেখানে তার ইয়ত্তা নেই।

এই গ্রামেরই প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র সুমন। সে এবার পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ছে। সুমনের বড় বোনের নাম শারমিন। সে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। সুমনের মনে আজ খুব আনন্দ। আপু ফোন করেছিল। মা বলেছে আর ক'দিন বাদেই গ্রীষ্মের ছুটিতে আপু বাড়ি আসবে। তখন অনেক মজা হবে। আপু অনেক মজার গল্প শোনায় সুমনকে– পাখির গল্প, বাঘের গল্প আর কতো কী! এবার এলে আপুর সাথে সে পাহাড়ে বেড়াতে যাবে।

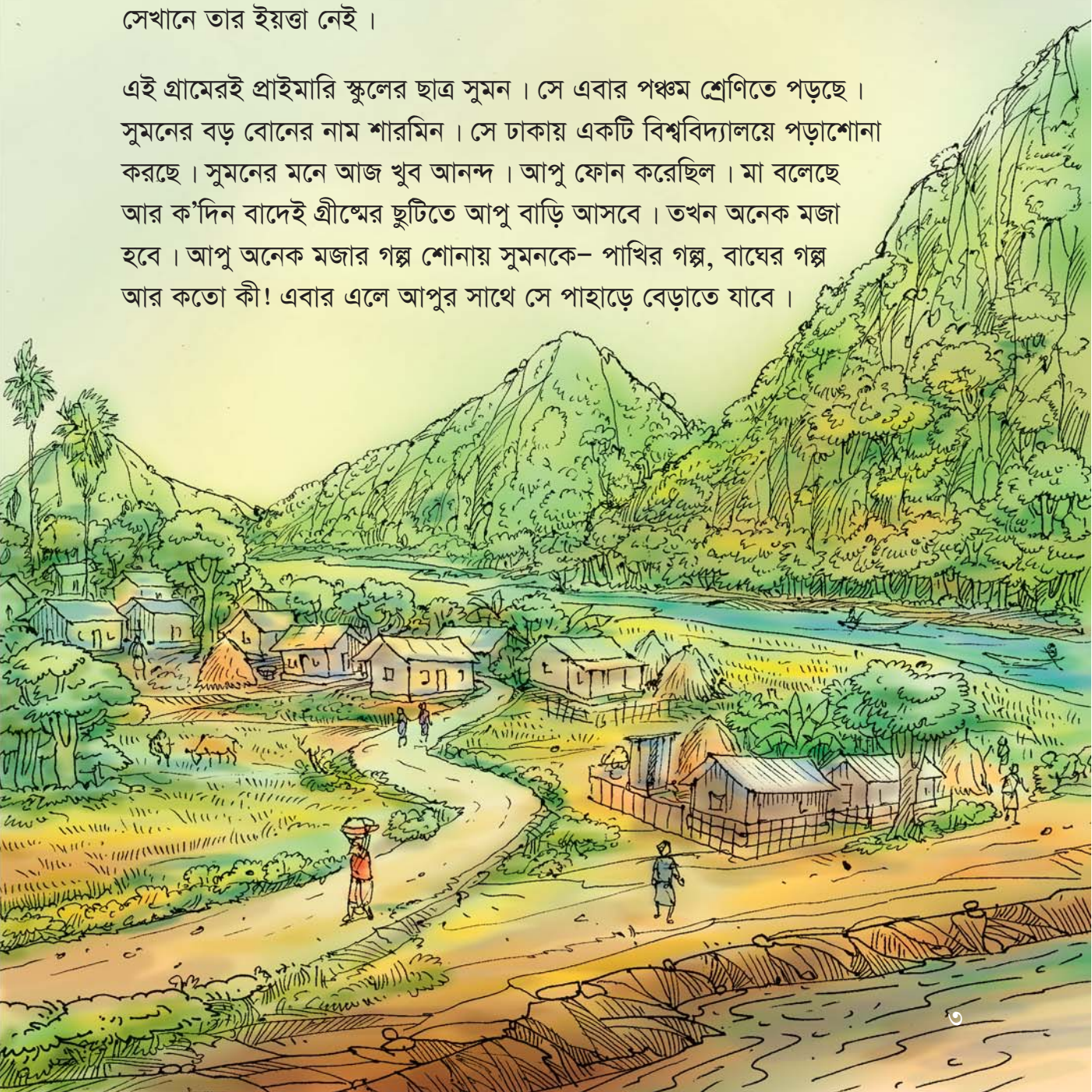

এসব কথা ভাবতে ভাবতে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল সুমন। আজ একটু তাড়াতাড়িই স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। সোনাপুর হাইস্কুল থেকে এবার পিএসসিতে অনেক ছাত্রছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। আজ রেজাল্ট দিল। হেডস্যার তাই স্কুল ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। সুমনদের বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব দেড় কিলোমিটার। এই পথটা ওকে হেঁটে আসতে হয়।

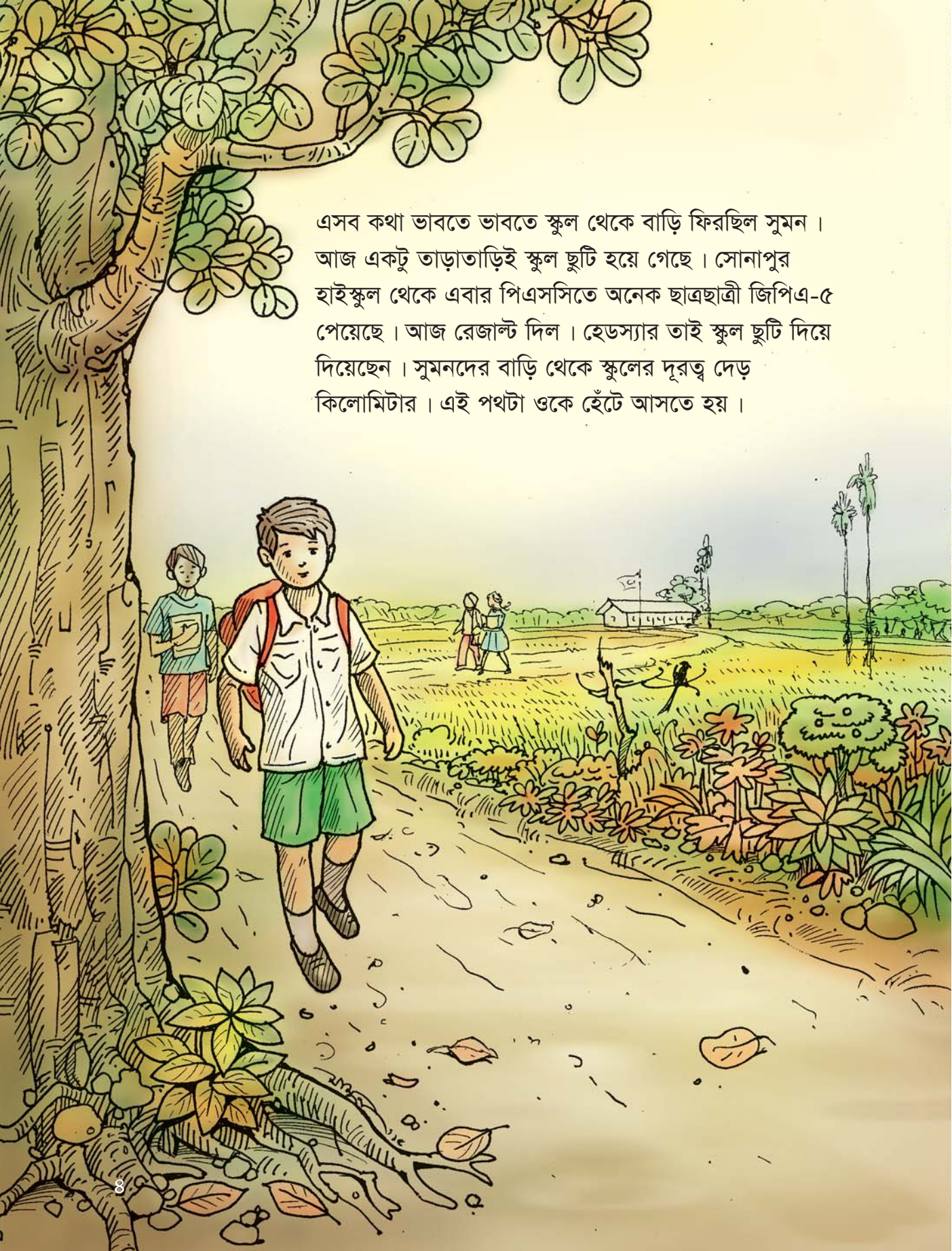

রাস্তার দু'ধারে সারি সারি গাছ– তাল গাছ, বট গাছ, আম গাছ আরো কত কী! এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে সুমনের খুব ভালো লাগে। তাল গাছগুলোতে অনেক বাবুই পাখির বাসা। দেখতে কত সুন্দর। সুমন পাখি খুব ভালোবাসে। কিন্তু অন্যদের মতো পাখি কিনে বাড়িতে পুষতে ইচ্ছে করে না তার। আপু বলেছে এটা নাকি ভালো নয়। 'বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃকোড়ে'– কথাটা ঠিক বুঝতে পারেনি সুমন। কিন্তু খুব ভালো লেগেছে। এবার আপু এলে ভালো মতো কথাটার অর্থ বুঝে নিবে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে সুমন বাড়ির খুব কাছে পৌঁছে গেল। তাদের বাড়ির কাছেই একটি বড় মাঠ আছে। কিন্তু মাঠে আজ কী যেন হচ্ছে। সেখানে এতো মানুষ গোল হয়ে কী যেন দেখছে। সুমন আগ্রহ নিয়ে মাঠে কী হচ্ছে দেখতে গেল।

সুমন ভিড়ের কাছাকাছি হতেই দেখলো অনেকগুলো বড় বড় পাখি মরে পড়ে আছে মাঠে। মরে যাওয়া পাখিগুলো দেখতে খুব খারাপ লাগছে তার। কেন এভাবে এতোগুলো পাখি একসাথে মারা গেল! পাখিগুলো বেশ বড় বড়। সুমনের ভালো লাগছিল না। তাই সেখান থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ির পথে হাঁটা দিল।

বই পড়া ভারি মজা

সুমনদের বাড়িতে আজ সবাই খুব খুশি। কাল আপু আসবে বাড়িতে গ্রীষ্মের ছুটিতে। বাবা লোকজন ডেকে এনে পুকুরে জাল দিয়ে মাছ ধরছেন। মাও অনেক খুশি। আপু বাড়িতে এলে কী রান্না করবেন তা নিয়ে অনেক ব্যস্ত। সুমনকে দেখে বাবা বললেন,

- কি রে, আজ একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলি। স্কুল ছুটি হয়ে গেল?
- হ্যাঁ বাবা, আজ হেডস্যার স্কুল ছুটি দিয়ে দিলেন। আমাদের স্কুল পিএসসিতে খুব ভালো করেছে সেই জন্য।
- বাহ্! খুব ভালো কথা। কিন্তু তোর মুখটা একটু শুকনো দেখাচ্ছে কেন? কোনো কিছু নিয়ে মন খারাপ?
- না, তেমন কিছু না। বাবা, আজ স্কুল থেকে আসার সময় মাঠে দেখলাম অনেকগুলো শকুন পাখি মরে পড়ে আছে। এতোগুলো পাখি একসাথে মারা যাচ্ছে দেখে মন খারাপ লাগছে। অনেকে বলছিল যে, পাখিগুলোর গায়ে মড়ক লেগেছে।

বাবা শুনে খুব আহত হলেন। বললেন, হুম, আমিও শুনলাম তোর জাহিদ চাচার কাছ থেকে। আসলে কোনো মড়ক লাগেনি। শকুনগুলো মারা যাচ্ছে অন্য একটি কারণে। তা হলো বিষাক্ত একধরনের ঔষধের প্রভাব। অথচ এতে ওদের কোনো হাতই নেই। যাই হোক, শকুনের জন্য তোর মন খারাপ হয়েছে শুনে আমার খুব ভালো লাগলো। আসলে শকুন আমাদের জন্য খুব উপকারী একটি পাখি।

- বলো কি বাবা? সবাই যে বলে শকুন দুর্ভাগ্যের চিহ্ন! সুমন বললো।
- এটা ভুল কথা। তোকে পরে বুঝিয়ে বলবো। যা, গোসল করে দুপুরের খাবার খেয়ে নে। আমার কাছে একটি বই আছে শকুনের ওপরে। শিশুদের জন্য লেখা। আমি তোকে পড়তে দিব।
- সত্যিই! বাবা তুমি আসলেই কত ভালো!

সুমন খুব খুশি। বইটি পড়তে পারবে বলে। তার বই পড়তে খুব ভালো লাগে। বইতে কত সুন্দরভাবে সবকিছু লেখা থাকে। হেডস্যার বলেছেন, 'বই কিনে কেউ কখনও দেউলিয়া হয় না।' আপুকে এবার জিগ্যেস করবো, এর মানে কী! সুমনের শুধু বই পড়তে ইচ্ছে করে।

টুকুদের গল্প

দুপুরের খাবার খেয়ে বাবার কাছ থেকে বইটি চাইতে গেল সুমন। বাবা সুমনকে বইটি বের করে দিলেন। বললেন, এটি ভালো করে পড়বি। এখানে অনেক তথ্য আছে যা আমরা জানি না। সুমন বাবাকে ধন্যবাদ দিয়ে বই নিয়ে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে শুরু করলো। বইয়ের নাম 'টুকুদের গল্প'। বইটিতে শকুনদের নিয়ে অনেক অজানা তথ্য রয়েছে। একটি বিষয় জেনে অবাক হয়ে গেল সুমন। আর তা হচ্ছে পৃথিবীতে নাকি ২৩ প্রজাতির শকুন আছে। তার মধ্যে বাংলাদেশে এখন কেবল দুই ধরনের শকুন বেঁচে আছে। তাও আবার এদের সংখ্যা একেবারেই কমে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

আর একটি বিষয় জেনে খুব আশ্চর্য হলো সুমন। সেটি হচ্ছে শকুনকে 'প্রাকৃতিক পরিচ্ছন্নতা কর্মী' বলা হয়। এরা মৃত প্রাণী খেয়ে পরিবেশকে জীবাণুমুক্ত রাখে। ফলে নানা ধরনের রোগ-জীবাণু থেকে রক্ষা পায় মানুষসহ পরিবেশের অন্যান্য প্রাণী। একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী যেভাবে সকালে শহরের সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করে দুর্গন্ধহীন, জীবাণুহীন শহর উপহার দেয়, পরিচ্ছন্নতা কর্মী তাঁর কাজ ঠিক মতো না করলে শহরবাসীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তেমনই শকুন (পরিচ্ছন্নতা কর্মী) পরিবেশে তাঁর ভূমিকা পালন করতে না পারলে মানুষের খুব ক্ষতি হয়।

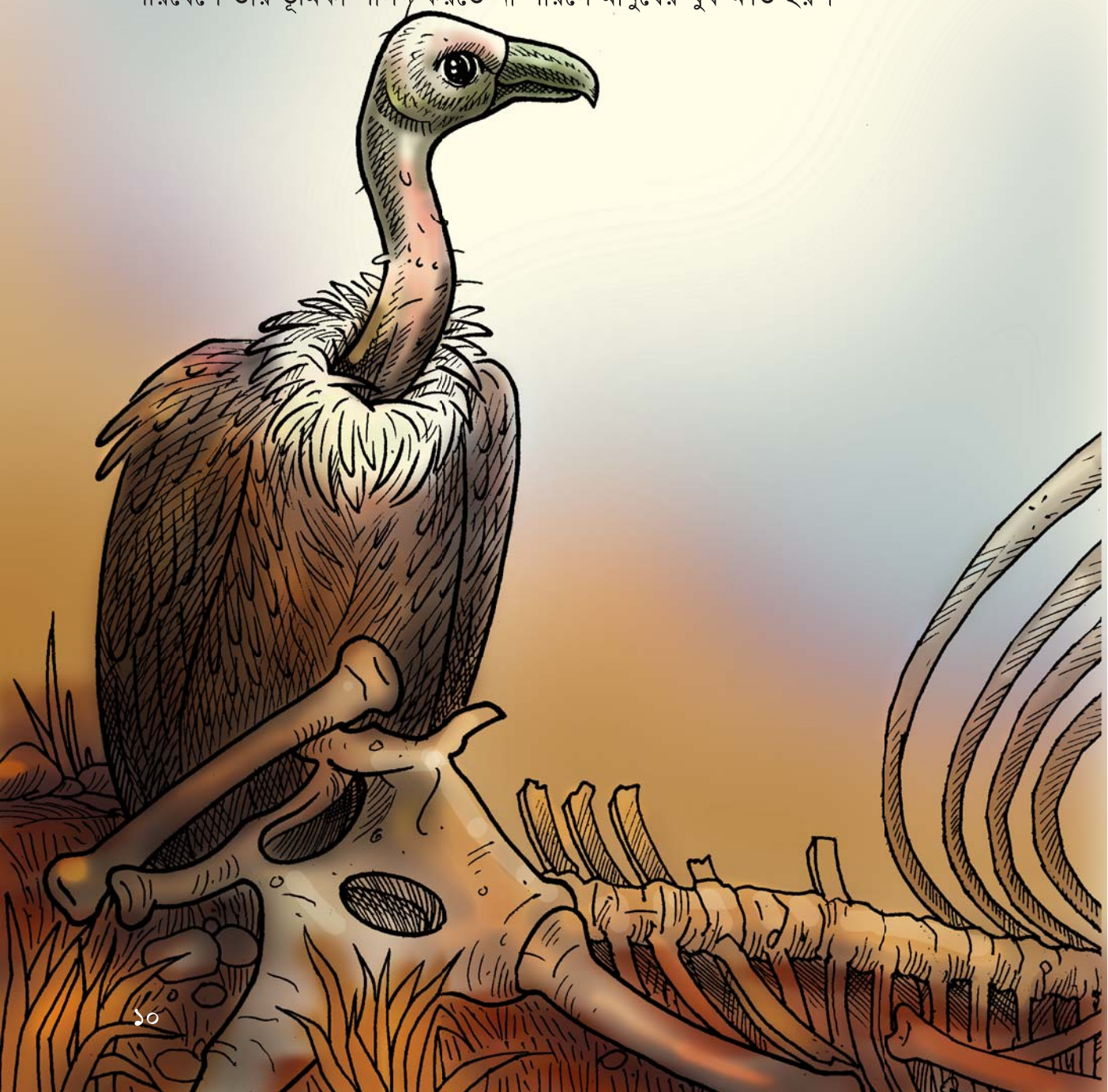

স্বপ্নপুরী ... ইচ্ছেঘুড়ি

বইটি পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লো সুমন। ঘুমের মধ্যে এক স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গেল সে। স্বপ্নে তার সঙ্গে দেখা হলো এক শকুন ছানার। শকুন ছানাটির নাম টুকু। সে তার দাদার সঙ্গে একটি গাছে বসে গল্প করছে। সুমন গাছটির নিচে বসে তাদের গল্প শুনতে লাগলো।

... ছোট্ট শকুন সুমনকে বললো, আমি টুকু। মানুষ আমাদের শকুন বলে ডাকে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া জুড়ে আমরা বিস্তৃত। তাই বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা বাংলা-শকুন নামে পরিচিত। পৃথিবীতে আমরাসহ মোট ২৩ প্রজাতির শকুন আছে। অন্যরা বিভিন্ন নামে নানা দেশে বাস করে। আমি আমার পরিবার এবং বন্ধু-বান্ধবের সাথে রেমা-কালেঙ্গা অভয়ারণ্যে বাস করি। আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু আমার দাদু।

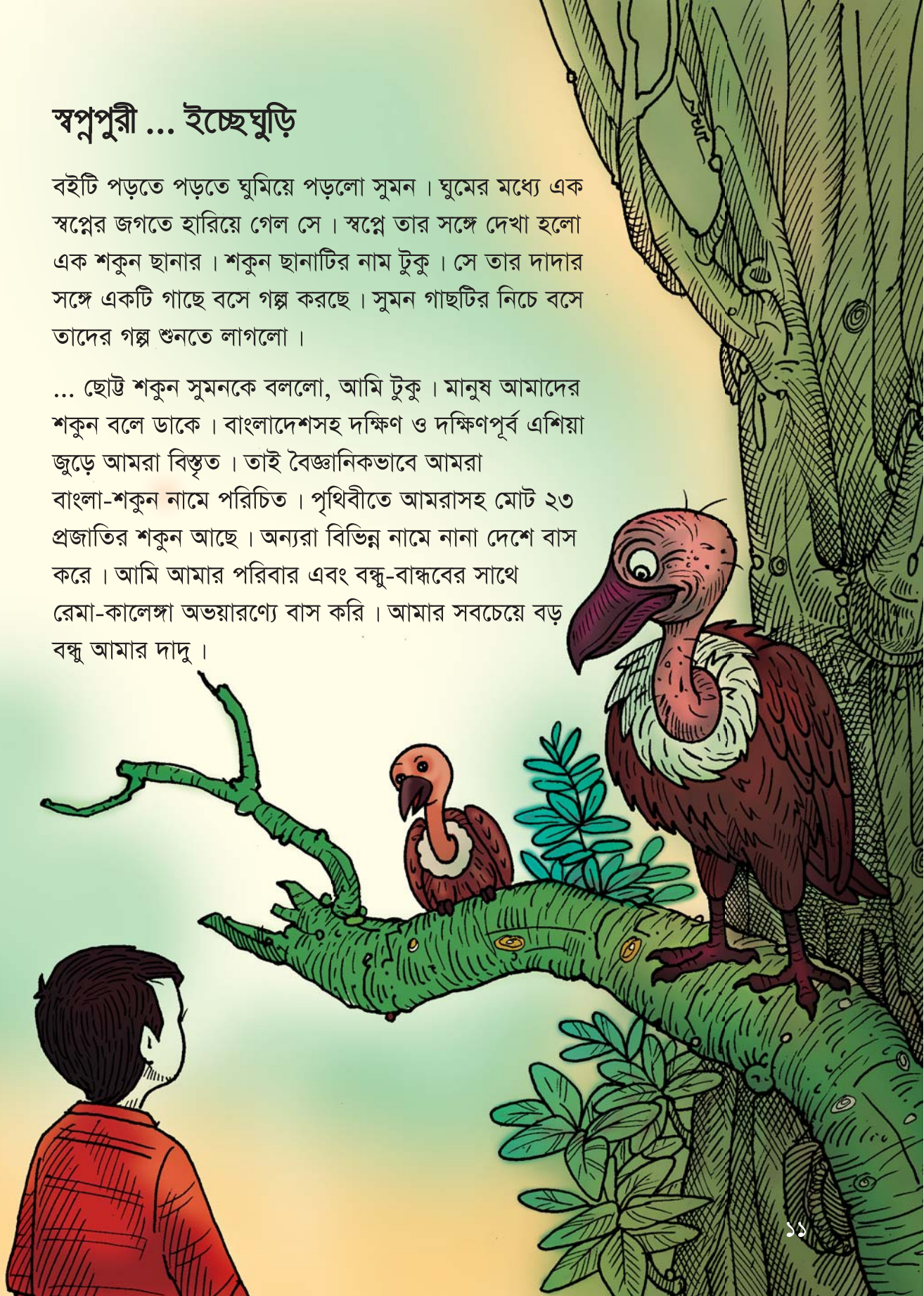

এ সময় দাদু বললো,

শোন সুমন, আমাদের কথা অনেকেই ভালোভাবে জানে না । বলার মতো আমাদের অনেক কথাই রয়েছে ।

সুমন বললো,

– তাই নাকি? শোনাও না আমাকে তোমাদের গল্প ।

দাদু তখন বলতে শুরু করলেন প্রাচীন মিসরে নেখবেট (Nekhbet) নামে একজন দেবী ছিলেন, যিনি 'মায়েদের মা' হিসেবে পরিচিত । তার পোশাক ছিল ধলা শকুনের পালকে তৈরি । তার প্রতিকৃতিতে তাকে শকুন মস্তক বিশিষ্ট নারী হিসেবে দেখা যায়, যিনি ডানা মেলে ধরে নেখেব (Nekheb) শহরকে রক্ষা করছেন ।

সূত্রঃ ইন্টারনেট

সূত্রঃ ইন্টারনেট

রোম শহরের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল শকুনের ওড়াকে লক্ষ্য করে। এছাড়া শকুন দেবের দেখা পাওয়া যায় ব্রাজিলে এবং মধ্যপ্রাচ্যে। গ্রিসে শকুনকে বসন্তের প্রতীক মনে করা হয়। অসিরীয় এবং পার্সি সেনাবাহিনীর রাজকীয় প্রতীক ছিল শকুন। আর শকুন তো অমর হয়ে আছে মিসরীয় চিত্রাক্ষরে (Hieroglyph)। এসব কথা তোমরা নানা বইতে পাবে।

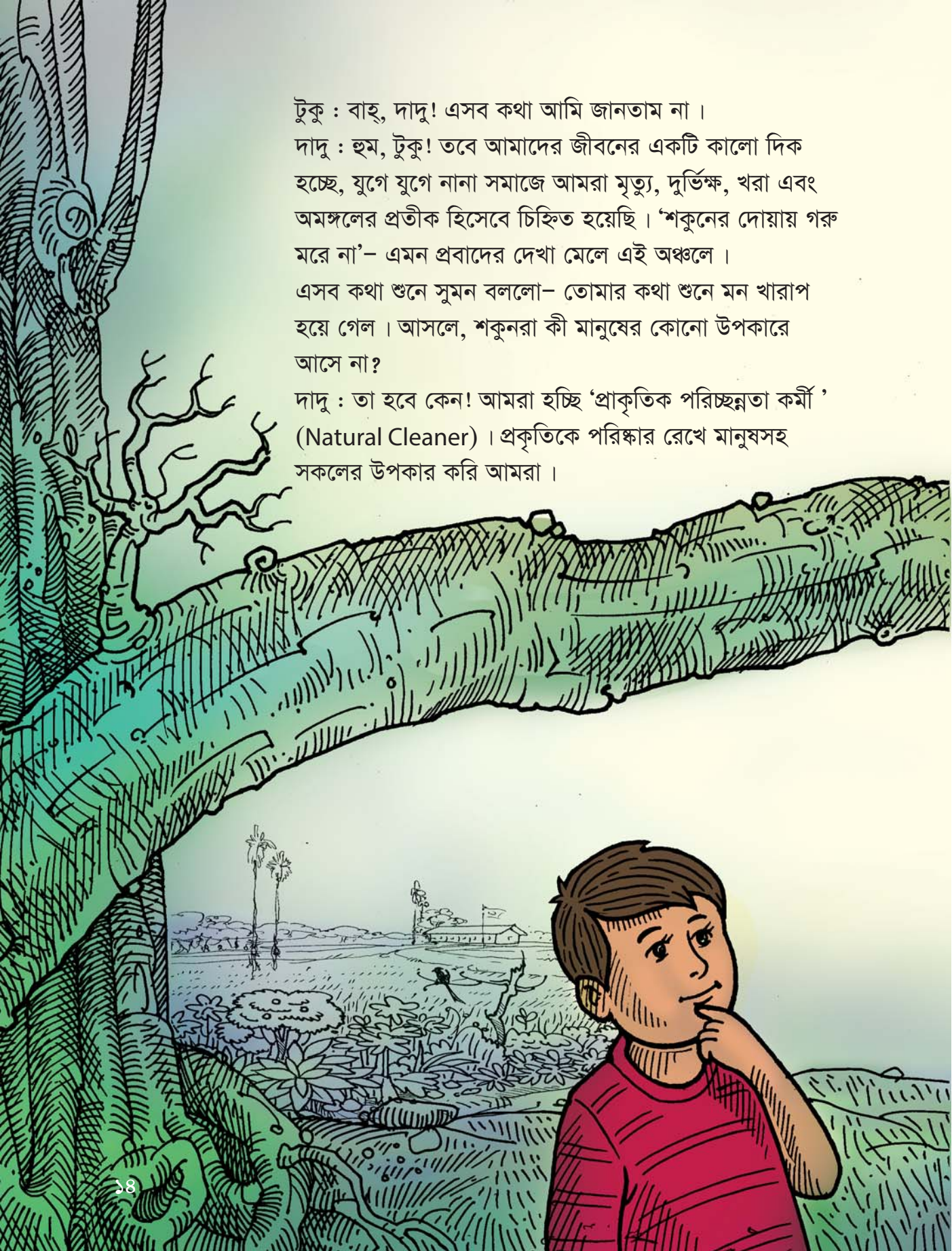

টুকু : বাহ্, দাদু! এসব কথা আমি জানতাম না।
দাদু : হুম, টুকু! তবে আমাদের জীবনের একটি কালো দিক হচ্ছে, যুগে যুগে নানা সমাজে আমরা মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, খরা এবং অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছি। 'শকুনের দোয়ায় গরু মরে না'– এমন প্রবাদের দেখা মেলে এই অঞ্চলে।
এসব কথা শুনে সুমন বললো– তোমার কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। আসলে, শকুনরা কী মানুষের কোনো উপকারে আসে না?
দাদু : তা হবে কেন! আমরা হচ্ছি 'প্রাকৃতিক পরিচ্ছন্নতা কর্মী' (Natural Cleaner)। প্রকৃতিকে পরিষ্কার রেখে মানুষসহ সকলের উপকার করি আমরা।

টুকু: কীভাবে দাদু?

দাদু : প্রকৃতি থেকে মৃতদেহ অপসারণের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো বিকল্প নেই। কারণ, আমাদের পেটে প্রাণীর মৃতদেহের সমস্ত রোগ-জীবাণু পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য সর্বভুক প্রাণী যেমন– কুকুর, ইঁদুর ও কাকের পেটে তা হয় না। তাই মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী জলাতঙ্ক, অ্যানথ্রাক্স, খুরা রোগ প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

সুমন বললো– পরিষ্কার পরিবেশ এবং রোগমুক্ত থাকার জন্য তো তাহলে তোমরা অপরিহার্য।

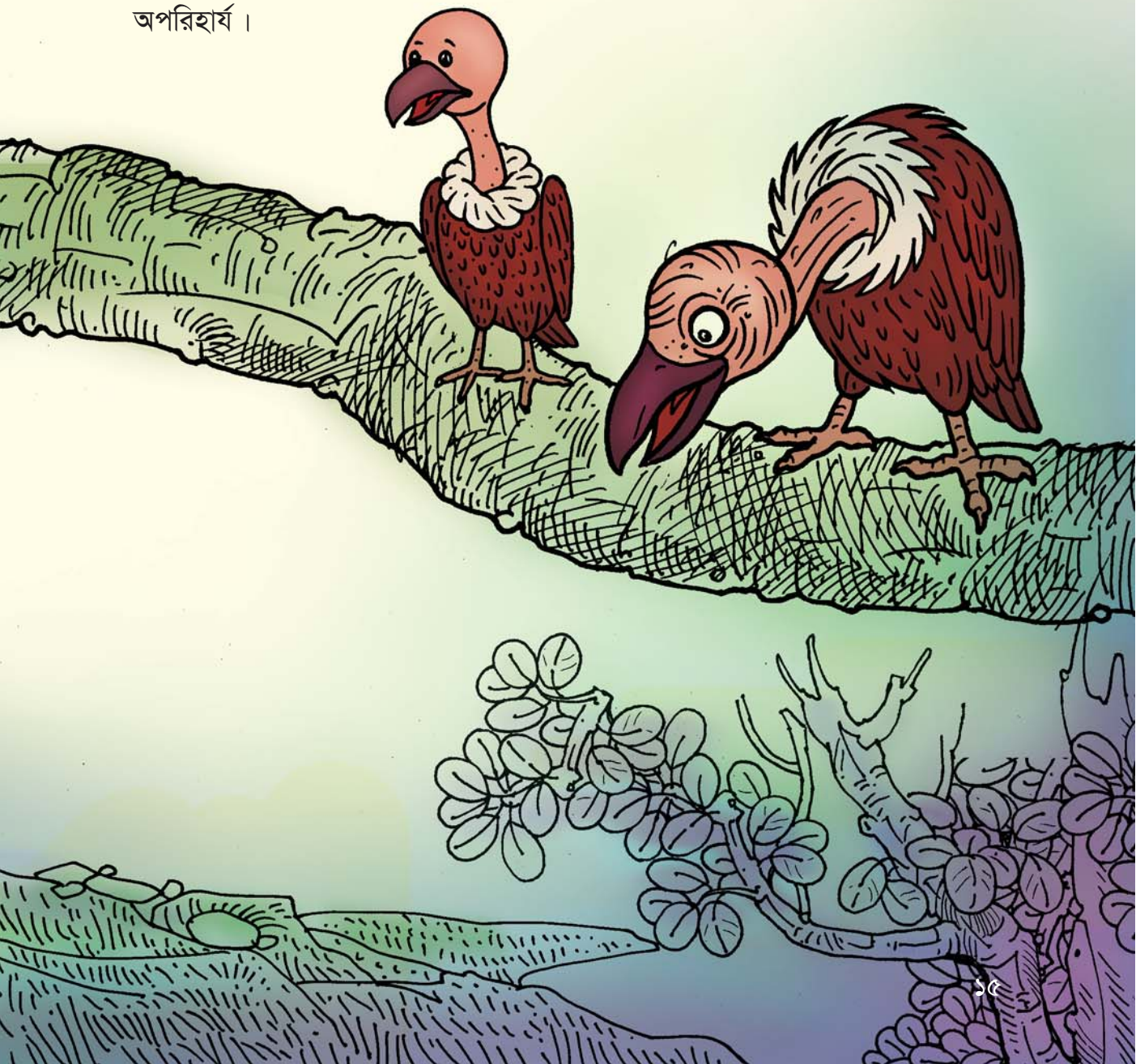

দাদু : শুধু তাই নয়, আকাশ সমাধির (Sky Burial) সংস্কৃতিকেও আমরা ধারণ করে চলেছি।

টুকু : আকাশ সমাধি! তা আবার কী!

দাদু : জরাথ্রুস্টের অনুসারীরা মৃতদেহকে অপবিত্র মনে করে। তাই তারা এ অপবিত্রতা থেকে আগুন, মাটি, বাতাস এবং পানিকে রক্ষার জন্য মৃতদেহকে ঢাকমা (Dakhma) বা মৌন স্তম্ভে (Tower of Silence) রেখে আসে। যেখানে শবভুক পাখিরা বিশেষ করে আমরা এসব শবদেহ সৎকারে সাহায্য করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন আর আমাদের পক্ষে পরিবেশ পরিষ্কার রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

টুকু : কেন, দাদু?

দাদু : মানুষ গবাদি পশুর চিকিৎসায় ডাইক্লোফেনাক জাতীয় এক ধরনের ব্যথানাশক ঔষধ ব্যবহার করে। এই ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার পর কোনো গবাদি পশু মারা গেলে, তার মৃতদেহ খাওয়ার মাধ্যমে আমরা মারাত্মক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হই।

ডাইক্লোফেনাক জাতীয় ঔষধ দ্বারা চিকিৎসাকৃত প্রাণীর মৃতদেহ আমাদের একটি পুরো গোষ্ঠীর মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। গত ২০ বছরে উপমহাদেশে আমরা ৯৯.৯ শতাংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছি। আমরা এখন সংখ্যায় দশ হাজারেরও কম।

টুকু : দাদু আমার তো এখন খুব ভয় করছে। আমরা তাহলে কীভাবে নিরাপদ (ডাইক্লোফেনাক মুক্ত) খাবার খুঁজে পাব? তবে কি আমরা একদিন পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব? আমাদের কি তাহলে বাঁচার কোনো আশাই নেই?

সুমনের ঘুম ভেঙে গেল। কেমন একটা মন খারাপ বোধ হচ্ছে তার। শকুনরা কি তবে প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাবে?

জানার আছে অনেক কিছু

আপু এসেছে ছুটিতে। বাড়িতে খুব আনন্দ। এবার আপু বেশ কয়েকদিন থাকবে। গ্রীষ্মের ছুটি। আপু ঢাকা থেকে সুমনের জন্য অনেক মজার মজার বই নিয়ে এসেছে। সুমনেরও কয়েকদিন পরে স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। তখন আপুর সাথে অনেক গল্প করবে। এতসব ভাবতে ভাবতে স্কুলের জন্য তৈরি হচ্ছিল সুমন।

এ সময় আপু তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন,

- কি ভাইয়া, তোমার পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?
- ভালো, আপু।
- ভালো মতো পড়াশোনা করতে হবে, বুঝেছো। তোমাকে অনেক বড় হতে হবে। আচ্ছা, তোমার পড়ার টেবিলে শকুনের ওপরে লেখা একটি বই দেখলাম, ওটা তোমাকে কে দিয়েছে?
- আপু বইটি অনেক ভালো। বাবা আমাকে পড়তে দিয়েছেন। জানো আপু, আমাদের এখানে অনেক শকুন মারা যাচ্ছে। বাবা বলেছেন, এগুলো বিষাক্ত এক ধরনের ঔষধের কারণে মারা যাচ্ছে ।

- হুম, বাবা ঠিকই বলেছেন। তোমাকে এ বিষয়ে পরে জানাব। তবে শকুন সম্পর্কে একটি তথ্য জানাই তোমাকে। অন্যান্য পাখি থেকে শকুনকে আলাদা করা যায় এর টাক মাথা দেখে। এই টাক মাথার কারণে শকুনের মাথায় যেমন ব্যাকটেরিয়া বাস করে না তেমনি, এটি দেহের তাপমাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে।
- দারুণ তো। আপু এসব তথ্য কীভাবে জানো?
- বারে! আমি তো এসব নিয়েই পড়াশোনা করছি।

আপুর কাছে শকুনের সম্পর্কে নতুন তথ্য জানতে পেরে সুমনের খুব ভালো লাগছে। আপু নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানে। মন ভালো একটা ভাব নিয়ে সুমন স্কুলে গেল।

শকুনের নিরাপদ এলাকা

এদিকে স্কুলে সুমনের জন্য অপেক্ষা করছিল আরো চমক। স্কুলে গিয়ে জানতে পারলো ঢাকা থেকে একদল বিজ্ঞানী এসেছেন, যারা শকুনসহ অন্যান্য পাখি নিয়ে গবেষণা করে থাকেন। সুমন বেজায় খুশি। সে কখনও বিজ্ঞানী দেখেনি। আচ্ছা, বিজ্ঞানীরা কি খুব রাগী হয়? তারা কি ইংরেজিতে কথা বলে? এমন নানা কথা ভাবছিল সুমন।

এমন সময় ক্লাসে আসেন তাদের হেডস্যার। সঙ্গে বেশ কয়েকজন অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে। সবচেয়ে অবাক হলো এই দলটির সঙ্গে তার আপুকে দেখে। বিষয়টি কিছুতেই বুঝতে পারছিল না সুমন। কী হচ্ছে এসব!

হেডস্যার বললেন : ছাত্রছাত্রীরা, সবাই শোন। আজ আমি তোমাদের সঙ্গে কয়েকজন তরুণ বিজ্ঞানী ও গবেষকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। এরা এসেছেন ঢাকা থেকে। তারা একটি গবেষণা সংস্থায় পাখি নিয়ে গবেষণা ও সংরক্ষণের কাজ করেন। তাদের সঙ্গে বেশ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রয়েছেন, যারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেন। আমি আরো আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই দলে আমাদেরই গ্রামের মেয়ে শারমিন রয়েছে। সে আমাদের ছাত্র সুমনের বড় বোন।

একথা শুনে ক্লাসের সবাই হাততালি দিল। গর্বে সুমনের বুকটা ভরে গেল। স্যার তখন বললেন,

- শিক্ষার্থীরা, তোমাদের এই বড় বন্ধুরা কয়েকদিন এই গ্রামে থাকবেন। তারা পাখি বিষয়ে বিশেষ করে শকুন বিষয়ে তোমারাসহ গ্রামের সবাইকে সচেতন করার কাজ করবেন। আরো একটি বিষয় হচ্ছে আমাদের গ্রামসহ এ সমগ্র এলাকাকে বাংলাদেশ সরকার শকুনের নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তোমাদেরকে এই পুরো বিষয় তারা বুঝিয়ে বলবেন। এই বলে স্যার শহর থেকে আসা গবেষকদের এ বিষয়ে সুমনদের ক্লাসে বোঝাতে বললেন।

তারা ছাত্রছাত্রীদের শকুন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা (অমঙ্গলের প্রতীক, মৃত্যুর দূত) দূর করেন এবং নানা তথ্য প্রদান করেন। তাদের মাধ্যমে পরিবেশ পরিষ্কার রাখায় শকুনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হয় স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

গবাদি পশুর চিকিৎসায় ব্যবহৃত ডাইক্লোফেনাক জাতীয় ঔষধ শকুন বিলুপ্তির জন্য যে প্রধানত দায়ী, তা জেনে শিক্ষার্থীরা বিস্মিত হয়। পশু চিকিৎসায় ব্যবহৃত সেই ডাইক্লোফেনাককে বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সালে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

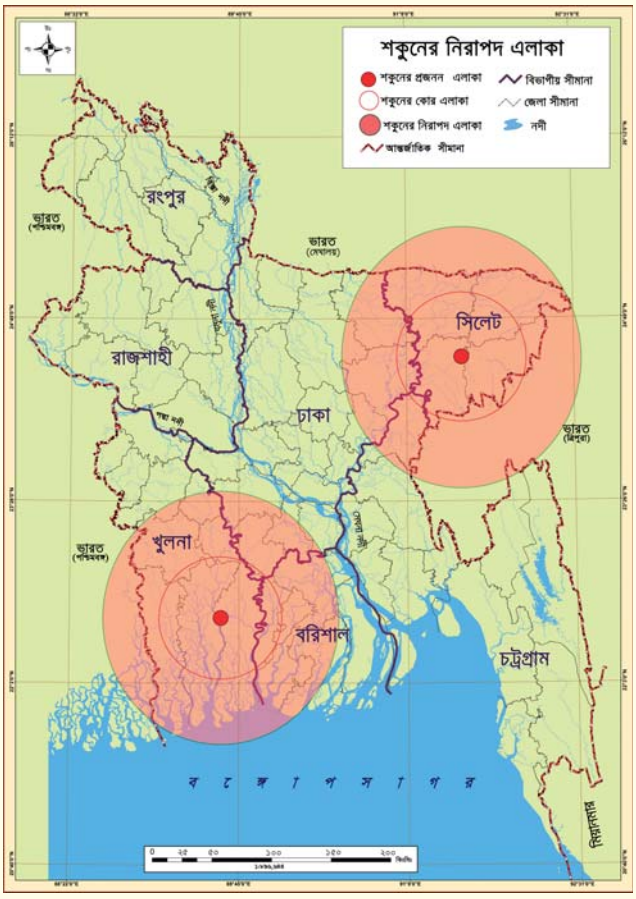

- শকুনের নিরাপদ এলাকা হলো শকুনের প্রজননস্থল বা বিশ্রামস্থলের চারপাশে পশু চিকিৎসায় ব্যবহৃত ডাইক্লোফেনাক, কিটোপ্রোফেন এবং এ জাতীয় অন্যান্য ক্ষতিকর ঔষধমুক্ত এলাকা যেখানে শকুনের বসতির জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ রয়েছে। স্যাটেলাইট টেলিমেট্রি ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিকভাবে শকুনের বিচরণক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে ১০০ কি.মি. ব্যাসার্ধের (প্রায় ত্রিশ হাজার বর্গ কি.মি.) একটি বৃত্তীয় এলাকা শকুনের জন্য নিরাপদ এলাকা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ২৩ ডিসেম্বর, ২০১৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ ধারা ২০(১) অনুযায়ী দেশের দু'টি অঞ্চলকে শকুনের জন্য নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এলাকা দু'টি হচ্ছে-

শকুনের নিরাপদ এলাকা-১ (সিলেট বিভাগ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু অংশ)
আয়তনঃ ১৯,৬৬৩.১৮ বর্গ কি.মি.
শকুনের নিরাপদ এলাকা-২ (খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের কিছু অংশ)
আয়তনঃ ২৭,৭১৭.২৬ বর্গ কি.মি

কিন্তু এখন কিটোপ্রোফেন নামে আরেকটি ঔষধ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যা ডাইক্লোফেনাকের মতোই সমান ক্ষতিকর। এসব ঔষধ ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় এনজাইম শকুনের শরীরে নেই। তাই, শকুন এসব ঔষধ দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। এরপর কিডনি নষ্ট হয়ে, দেহ অসাড় হয়ে, ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে শকুন মারা যায় বলে গবেষকরা জানান। অথচ মেলোক্সিক্যাম নামে আরেকটি ঔষধ বাজারে প্রচলিত আছে, যা শকুনের জন্য ক্ষতিকারক নয়। এসব তথ্য জানানোর মধ্য দিয়ে শকুন সংরক্ষণে সব ছাত্রছাত্রীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান বিজ্ঞানীরা।

শকুনের বন্ধু

শকুন পাখি নিভৃতে পরিবেশের উপকার করে চলেছে তা আজ বুঝতে পারে সুমন আর তার সহপাঠীরা। এসময় সুমন মনে মনে ঠিক করে সে শকুন সংরক্ষণে কাজ করবে। স্কুল থেকে ফিরেই সে বাবা, মা আর আপুকে তার মনের কথা জানায়।

দুপুরে খাওয়ার টেবিলে সুমন বাবাকে বলে,

- বাবা, শকুন যে কত উপকারী পাখি তা আজকে জানলাম। শকুন মরা পশু খেয়ে আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার এবং রোগমুক্ত রাখে অথচ এই পাখিটিকে এত দিন কত ঘৃণা করতাম আমরা!

এ সময় মা বললেন,

- বলো কী সুমন! শকুন যে নিরবে আমাদের এত উপকার করে তা জানা ছিল না। শকুনকে তো এতদিন অপ্রয়োজনীয় কদাকার পাখি হিসেবেই দেখে এসেছি।

আপু তখন বললেন,

- হ্যাঁ মা, সেই উপকারী শকুনকেই আমরা না জেনে মেরে ফেলছি। আমাদের গরু-ছাগলের চিকিৎসায় আমরা এতদিন ডাইক্লোফেনাক নামে এক ধরনের ঔষধ ব্যবহার করে এসেছি। এখন ব্যবহার করছি কিটোপ্রোফেন। এটিও ডাইক্লোফেনাকের মতো সমান ক্ষতিকর।

মা: কিন্তু, গরু-ছাগলের ঔষধ তো শকুন খায় না। তাহলে, শকুন কীভাবে এসব ঔষধ দ্বারা আক্রান্ত হয়?

আপু : আসলে, শকুনের কোনো ঔষধের প্রয়োজন নেই। আমরা গরু-ছাগলের চিকিৎসায় ঔষধ ব্যবহার করি। এসব পশু যখন মারা যায় তখন শকুন এদের মৃতদেহ খায়। এভাবেই এসব ঔষধ দ্বারা শকুন আক্রান্ত হয়।

মা : তাহলে আমরা পশু চিকিৎসায় কি ব্যবহার করব?

বাবা : মেলোক্সিক্যাম নামে আরেকটি ঔষধ আছে, যা শকুনের জন্য ক্ষতিকর নয়, আমরা তা ব্যবহার করতে পারি।

গবাদি পশুকে ডাইক্লোফেনাক ও কিটোপ্রোফেন দেওয়া হচ্ছে

শকুন মৃত গবাদি পশু খাওয়ার মাধ্যমে ক্ষতিকারক ঔষধ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে

শকুনের জন্য ক্ষতিকর ডাইক্লোফেনাক ও কিটোপ্রোফেন

কিডনি নষ্ট, দেহ অসাড় হয়ে উড়ার ক্ষমতা হারিয়ে শকুন মারা যাচ্ছে

ক্ষতিকর ঔষধ দ্বারা যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে শকুন

সুমনের অনেক বন্ধু আছে যারা অন্য স্কুলে পড়ে। বিকেলে খেলার সময় সুমন পরিবেশের বন্ধু শকুন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সবার কাছে তুলে ধরে। সমুন এবং তার বন্ধুরা নিজেদের পরিবার এবং পরিচিতদের মাঝে শকুনের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য সচেষ্ট হয়।

এর কিছু দিন পর, আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবসের অনুষ্ঠানে (সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম শনিবার) সুমন তার স্কুলের সহপাঠীদের সাথে অংশগ্রহণ করে। সেখানে অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে তারা র‍্যালি, আলোচনা সভা এবং শকুন বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। আলোচনা সভা থেকে সুমনরা জানতে পারে শকুন বিলুপ্তির জন্য ক্ষতিকারক ঔষধের পাশাপাশি শকুনের বসবাসের জন্য বড় বড় গাছপালার অনুপস্থিতিও অন্যতম কারণ। এছাড়াও রয়েছে শকুন পাখির প্রতি মানুষের ঘৃণা।

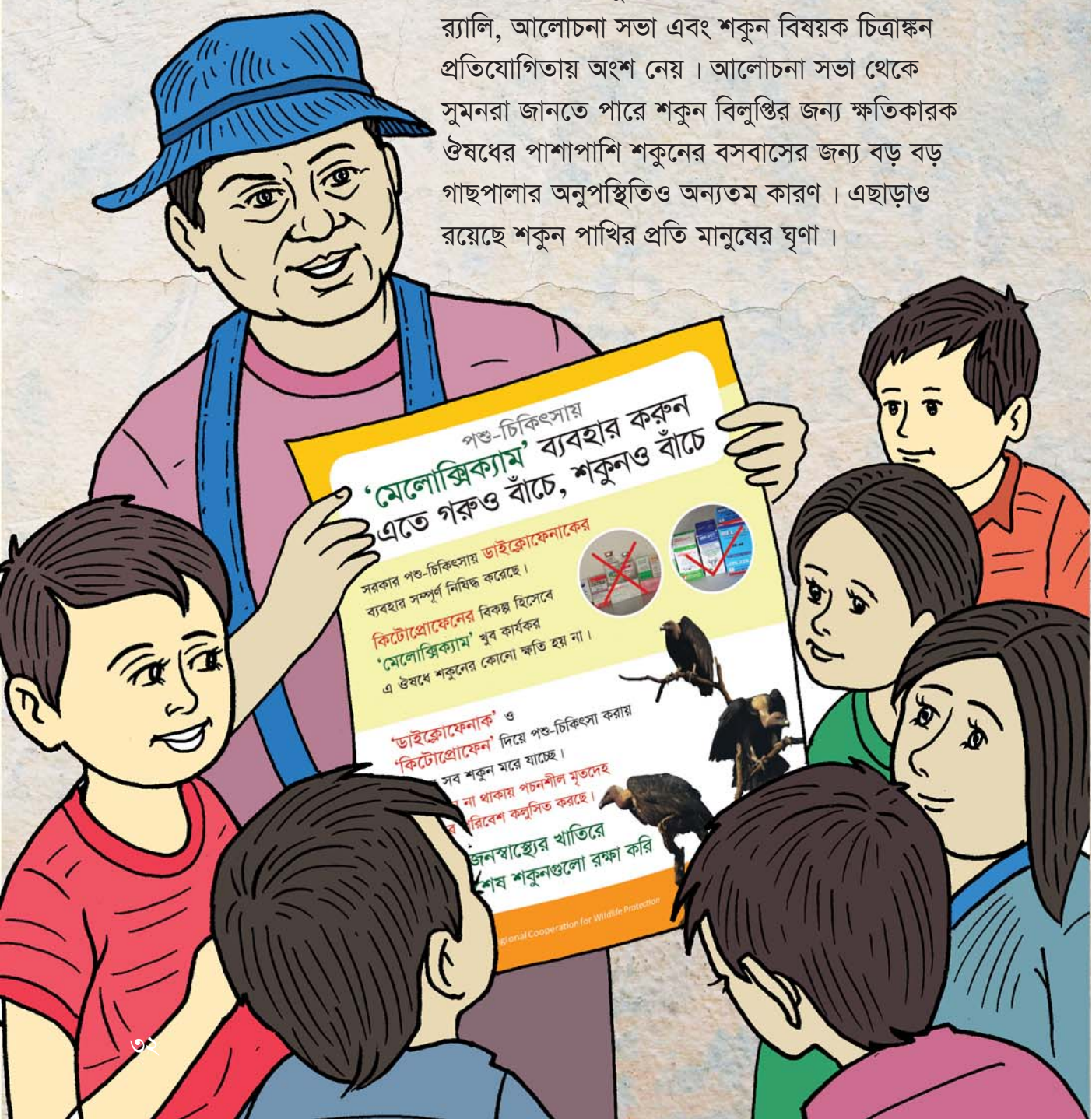

এরপর সুমন ও তার বন্ধুরা শকুনের বন্ধু হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় । আপুর সহায়তায় সুমন তার বন্ধু এবং সহপাঠীরা মিলে তৈরি করে 'শকুনের বন্ধু' নামে একটি সংঘ । এই সংঘের মূলনীতিগুলো হচ্ছে–

এরপর তারা নিয়মিত বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে শকুন বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা, শকুনের জন্য ক্ষতিকারক ঔষধ এবং বড় গাছপালার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে থাকে ।

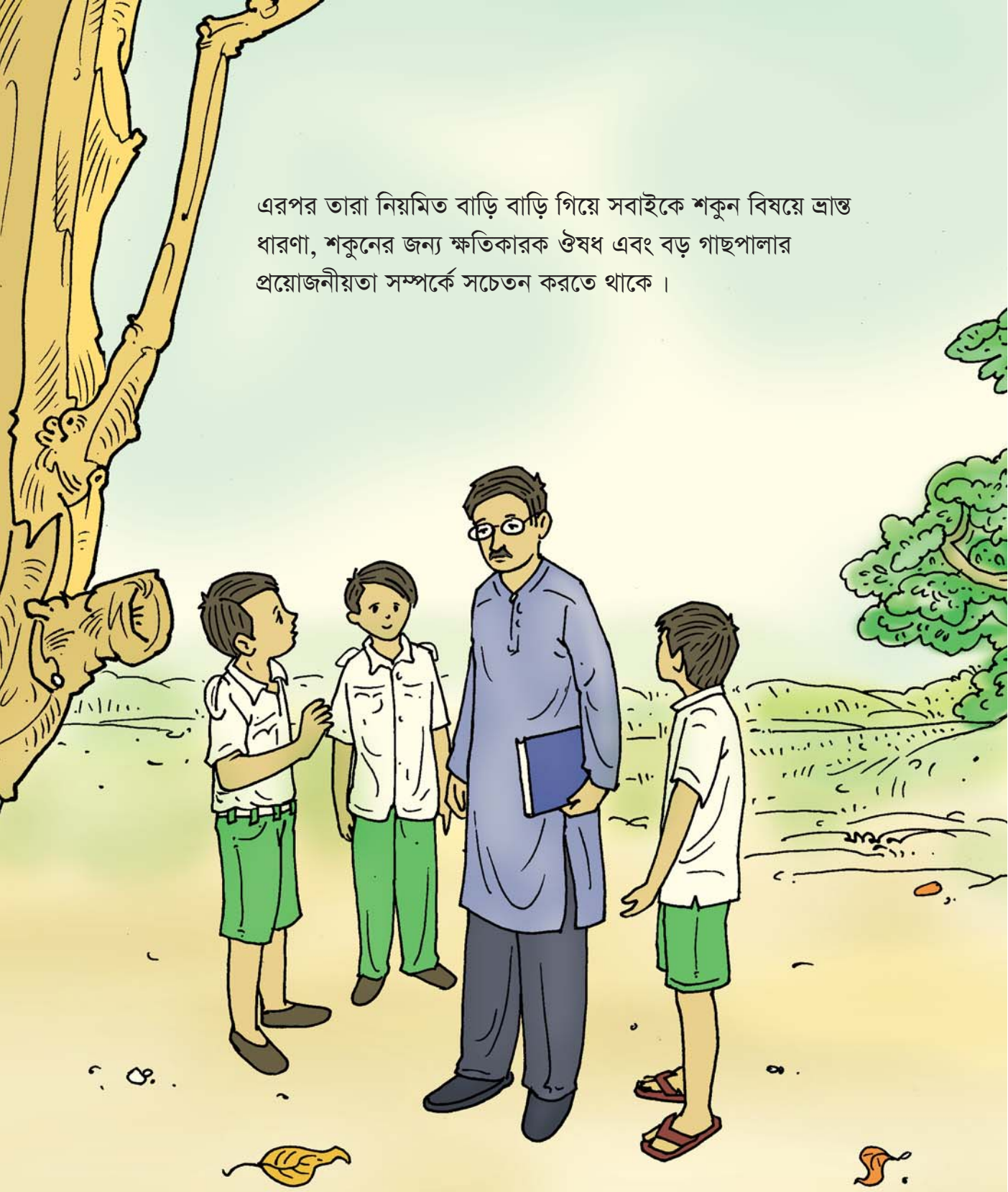

সুমনের এক সহপাঠী রানার বাসায় কয়েকটি নারিকেল গাছ আছে। সেখানে এক ঝাঁক শকুন এসে বসে। কিন্তু বাড়ির লোকজন তা পছন্দ করেন না। তারা শকুন দেখলেই তাড়িয়ে দেন। এর ফলে শকুনগুলো বড় গাছ না পেয়ে সে এলাকায় আর আসে না। সুমন ও তার বন্ধুরা তাদের এক শিক্ষক ফিরোজ স্যারকে সব কথা খুলে বলে। তিনি শিক্ষার্থীদের সহায়তার আশ্বাস দেন। এক বিকেলে স্যার সবাইকে নিয়ে রানার বাড়িতে যান। তিনি রানার পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন।

স্যার : শকুন একটি উপকারী প্রাণী। আমাদের সবার উচিত এটি রক্ষায় এগিয়ে আসা।

রানার দাদি : কী বলেন মাস্টার! শকুন তো অপয়া, দুর্ভিক্ষ আর মরণের দূত।

স্যার : হ্যাঁ, এতদিন আমাদের এসব ভ্রান্ত ধারণা ছিল। কিন্তু, শকুন সব অপবাদ মেনে নিয়ে প্রকৃতি থেকে মৃতদেহ সরিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা উপহার পাচ্ছি নির্মল পরিবেশ।

রানার মা : আমরা তো গবাদি পশুর মৃতদেহ মাটি চাপা দিতে পারি। তাহলে তো আর শকুনের দরকার হয় না।

স্যার : তা আমরা করতেই পারি। আর এখন শকুনের সংখ্যা কমে আসায় আমরা তো তাই করছি। কিন্তু এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি আমরাই।

রানার বাবা : কীভাবে, মাস্টার সাহেব?

স্যার : গবাদি পশু মাটি চাপা দিয়ে আমরা পরিষ্কার থাকতে পারি। অথবা কুকুর, কাক প্রভৃতি শবভুক প্রাণী তা খেয়ে আমাদের পরিবেশ পরিষ্কার রাখতে পারে। কিন্তু, শকুন যখন মৃতদেহ খায় তখন তার পেটে মৃতদেহের সমস্ত জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। যা অন্য শবভুক প্রাণীর ক্ষেত্রে হয় না। এছাড়া মাটি চাপা দিলেও মৃতদেহের জীবাণু বহুদিন পর আবার ছড়াতে পারে। তাই, শকুনই হচ্ছে একমাত্র নিরাপদ প্রাকৃতিক পরিষ্কারক।

রানার দাদি : হায়, হায়, মাস্টার! এতদিন না জেনে আমরা এই উপকারী বন্ধুকে কতই-না ঘৃণা করতাম। ভয় পেতাম। আজ থেকে আমরাও হলাম শকুনের বন্ধু।

এর মধ্যে সুমনদের একটি গরু অসুস্থ হয়ে পড়ে। গরুটির চিকিৎসার জন্য বাড়িতে আসেন সুমনের বাবার বন্ধু জামান চাচা। তিনি পেশায় একজন পশু চিকিৎসক। তিনি গরুটির চিকিৎসায় কিটোপ্রোফেন গোত্রের কিছু ঔষধ লিখে দেন। এ সময় আপু চাচাকে শকুনের জন্য এসব ঔষধের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বলে। জামান চাচা নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তিনি মেলোক্সিক্যাম গোত্রের ঔষধ ব্যবস্থাপত্র হিসেবে দেন।

সবুজ পৃথিবী

সময়টা শীতকাল। প্রতি বছরের মতোই পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে কিছু পরিযায়ী শকুনকে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় দেখা যাচ্ছে। বিশ-পঁচিশটি শকুনের একটি ঝাঁক সুমনদের পাশের গ্রামের ধান ক্ষেতে এসে নামে। খাবারের সন্ধানে তারা এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি করে। এক দল বাচ্চা ছেলে শকুনদের দেখে তেড়ে যায়, ঢিল ছোঁড়ে।

বেশ কিছু শকুন ঢিলের আঘাতে আহত হয় । স্কুল থেকে ফেরার পথে এ খবরটি শুনে সুমনরা সেখানে যায় । আহত শকুনদের উদ্ধার করে । উপস্থিত সবাইকে শকুনের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলে । সবাই নিজেদের আচরণের জন্য লজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে এরকম আচরণ না করার অঙ্গীকার করে এবং 'শকুনের বন্ধু' সংঘে যোগদান করে ।
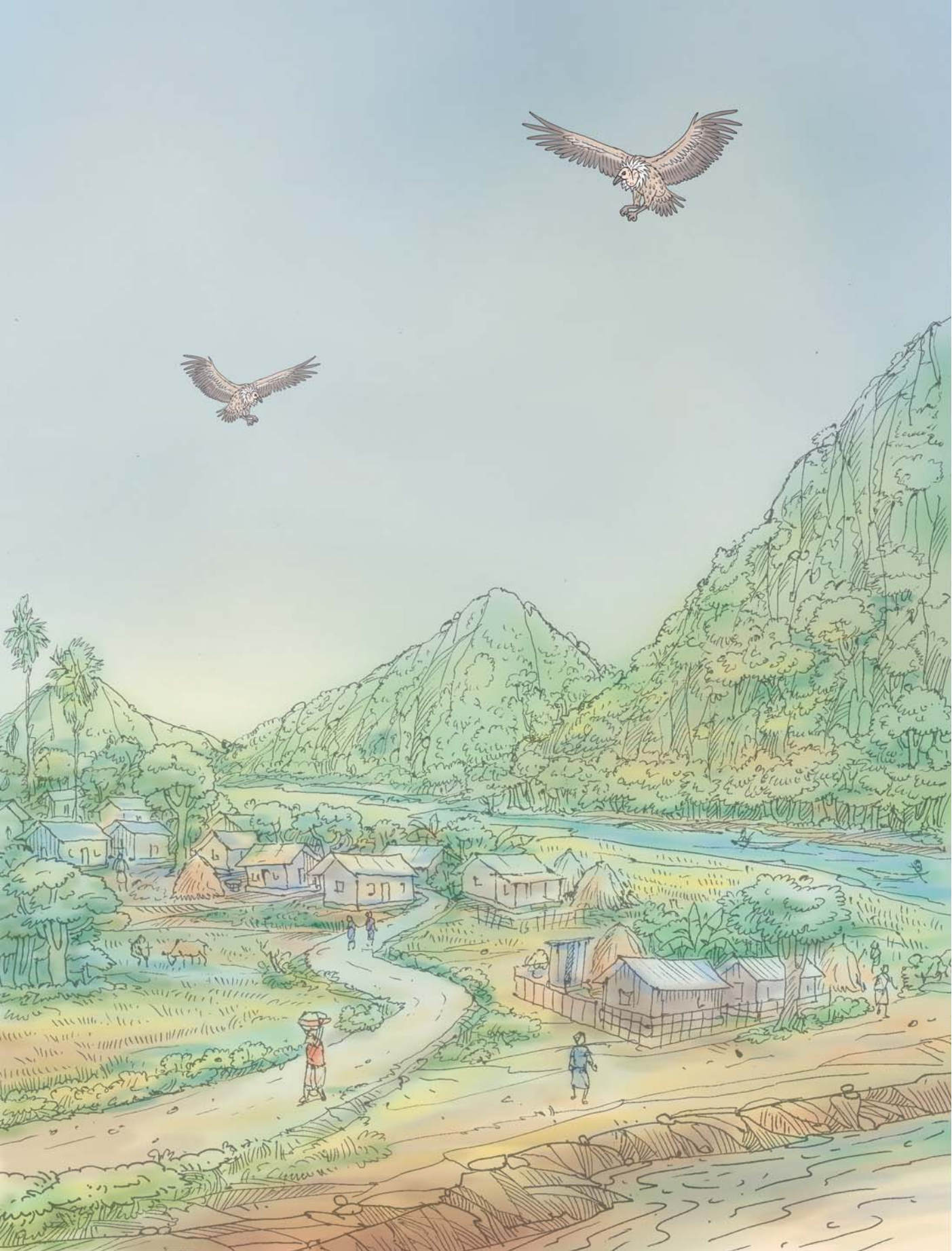
এরপর সুমনদের 'শকুনের বন্ধু' সংঘের সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে । তারা বিভিন্ন শকুন সংরক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে । সবার সচেতনতার মধ্য দিয়ে ক্ষতিকর ঔষধমুক্ত শকুনের নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি এবং বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় গাছের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য 'শকুনের বন্ধু' সংঘের কার্যক্রম অব্যাহত থাকে । গ্রামের সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয় একটি সুন্দর সবুজ পৃথিবী গড়ে তুলবে ।